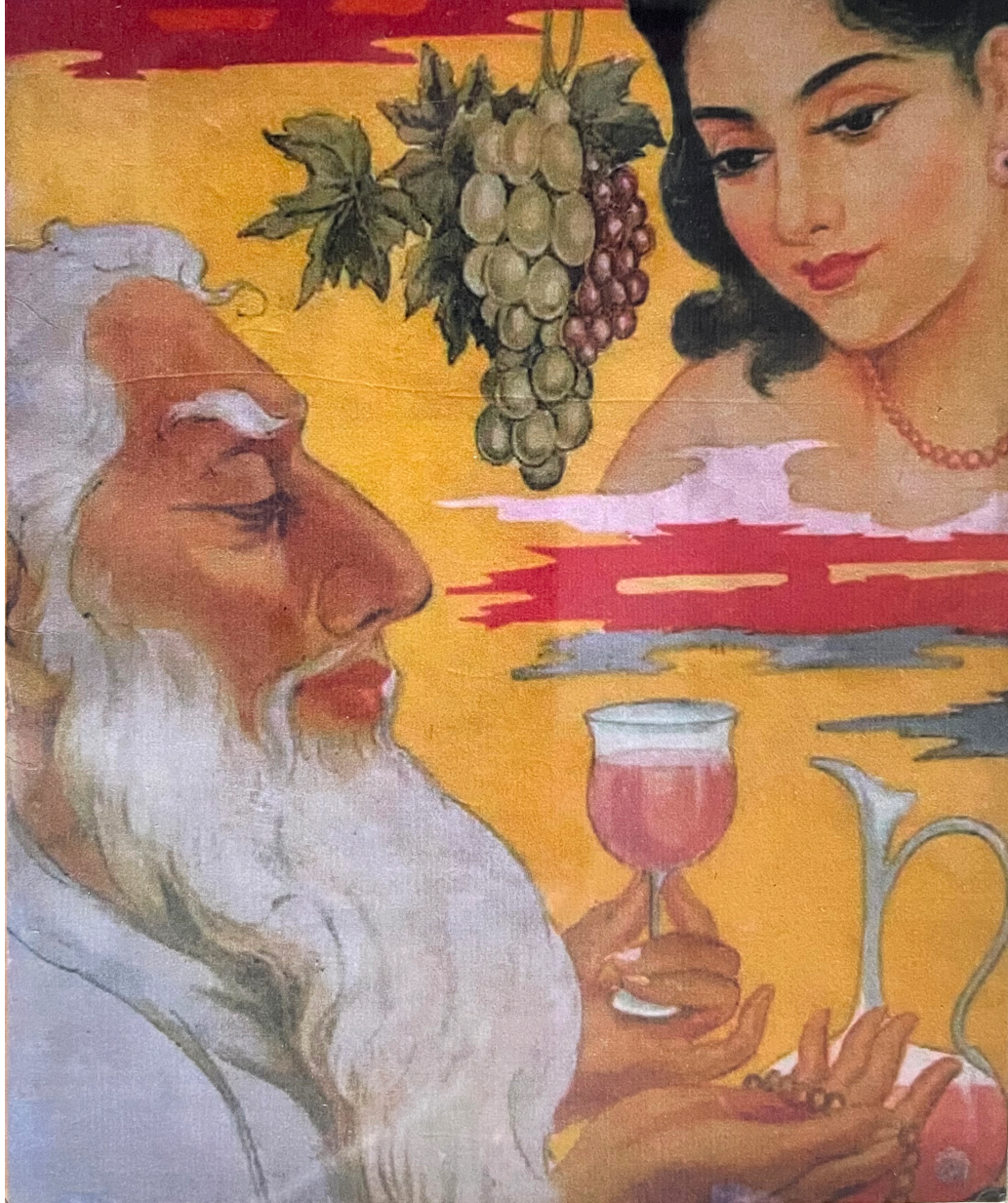


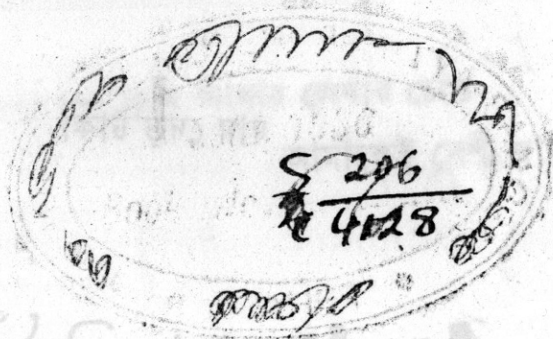
آبِ حیات و آسائش

حیات و آسائش کے لئے



শারাবান তত্ত্বা

মোছলেম আহমদ



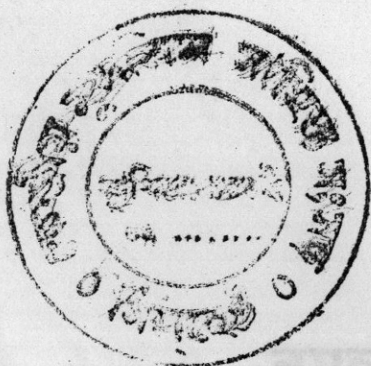
পাকিস্তান বুক কোম্পানী

৪৮, ঢক্ মাকুলার রোড, ঢাকা

প্রকাশক :

পাকিস্তান বুক কোম্পানী

৪৮, চক্ মার্কুলার রোড, ঢাকা



প্রথম সংস্করণ

নভেম্বর, ১৯৪৮

দাম দেড় টাকা

Acc. No. ১৬২ ৩৩

প্রিন্টার :

মোহাম্মদ ইনদাউল হক,

প্রিন্টিং হাউস,

৩৫নং আসক লেন, ঢাকা।

বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর
পরম শ্রদ্ধাপ্ৰদ জনাব আলহাজ্জ্ খান বাহাদুর
আহছানউল্লাহ্, ছাহেবের
দস্ত, মুবারকে।

—“তুমি আমার লেখার চেয়ে
আমাকেই বেশী জান।”—

পরিচিতি

উদীয়মান কবি মোসলেম আহমদ অনেকের কাছেই সুপরিচিত। “শারাবান তহরা” তাঁহার প্রথম কাব্য গ্রন্থ। কয়েকমাস পূর্বের ইহার পাণ্ডুলিপি তিনি আমার হাতে পাঠাইয়াছিলেন। আমি পড়িয়া আমার মন্তব্য তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। ছন্দ এবং মিলের দিক দিয়া যেখানে যেখানে ত্রুটি ছিল, তাহাও দেখাইয়া দিয়া ছিলাম। সেই আলোকে মোসলেম সাহেব অনেক স্থানেই অল্পবিস্তর সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু দেখিলাম অনেকস্থানে এখনও কিছু কিছু দোষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের এপিঠ-ওপিঠ আছে। “শারাবান তহরা” সম্বন্ধে কিছু বলিলে সেই অপর পিঠ সম্বন্ধেই বলিতে হয়।

প্রত্যেক আর্টেরই বহিরঙ্গ (exoteric) ও অন্তরঙ্গ (esoteric) আছে। আঙ্গিকে (technique) ভুল থাকিলেও যদি কোন শিল্পের অন্তরে কোন ভাব বা প্রেরণা থাকে, তবে তাহাও আর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুভূতির আন্তরিকতা (sincerity of feeling)-ই হইল আর্টের প্রাণ। অনুভূতি যত গভীর হইবে আর্টও তত সার্থক হইবে (the deeper the sincerity, the greater is the Art)। এই আলোকে বিচার করিলে “শারাবান তহরার” মধ্যে প্রচুর কাব্যের উপকরণ मिलিবে। এই ছোট

কাব্যখানির মধ্যে এমন একটা ভাবালুতা এবং রসবোধ আছে, যাহা পাঠকের অন্তর স্পর্শ না করিয়াই যায় না। লেখক তাঁহার বক্তব্য সলীল গতিতে সহজ স্বরে বলিয়া গিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য “ওমর খৈয়াম” ও “হাফিছের” অনুসরণেই কবি এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন ; তাহা হইলেও দৃষ্টি ও প্রকাশ ভঙ্গির তারতম্যে ইহার রসও কম তৃপ্তিদায়ক হয় নি।

বাহিরের দৃষ্টিতে কবির অনেক কথাই হয়ত অনেকের কাছে একটু বেখাপ্পা ঠেকিবে কিন্তু এই ধরণের “ওমর খৈয়ামী” কাব্য পাঠ করিতে গেলে ওরূপ স্পর্শ-কাতর হইলে চলিবে না। রূপক কাব্যের মধ্যে কবির ইঙ্গিত কি এবং লক্ষ্য কোথায়, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

আশা করি এই তরুণ কবি সাহিত্যমোদীদের কাছে যথা-যোগ্য সমাদর লাভ করিবেন।

শান্তি নগর—ঢাকা

২-১২-৪৮

(কবি) গোলাম মোস্তফা

শারাবান তল্লাহ

উদীয়মান কবি জনাব মোছলেম আহমদ সাহেবের “শারাবান তল্লাহ”র পাণ্ডুলিপিখানি দেখিলাম। তাঁহার এই অপ্ৰকাশিত কাব্যগ্রন্থটী “রুবাইয়াতের” অনুকরণে চতুষ্পদী ছন্দে রচিত। নবীন কবির ছন্দ ও ভাষার উপর চমৎকার অধিকার আছে। বাস্তবিক তাহা মনোমুগ্ধকর এবং কিঞ্চিৎ বিস্ময়জনকও বটে। পারসী কবিদিগের বিশেষতঃ উমর খৈয়ামের ভাবের প্রতিচ্ছবি ইহাতে স্পষ্ট। এরূপ ধরণের মৌলিক কাব্য বাংলা ভাষায় খুবই বিরল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ইহা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। আমি ইহার প্রকাশ-প্রতীক্ষায় রহিলাম। তরুণ গ্রন্থকারকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাইতেছি।

ঢাকা

১০-৮-১৯৪৮

(ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই রুবাইয়াতগুলি আমি গভীর মনোযোগ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। এইগুলির মধ্যে লেখকের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে খুব উচ্চ ধরনের মৌলিক চিন্তাধারাও পরিলক্ষিত হয়। পাণ্ডুলিপিখানি প্রকাশিত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। এই আনন্দদায়ক লেখাগুলির জন্য লেখককে আন্তরিক শুভকামনা জানাইতেছি।

কলিকাতা

২১-৪-১৯৪৭

}

এস্. ওয়াজেদ, আলি

(বার-এট্-ল)

লেখকের ভাবধারা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলে বাংলার মুছলিম সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

কলিকাতা

২৪-৪-১৯৪৭

}

এ, কে, ফজলুল হক

(অবিত্ত বাংলাদেশ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী)

শারাবান তহুра

আমার আৰ্জ—

কয়েকবছর আগেকার এই ভিন্ন ভিন্ন লেখাগুলিকে “শারাবান তহুра” নাম দিয়ে আজ স্থায়ী সমাজের দৃষ্টিগোচর করতে প্রয়াস পেলাম। এগুলি জীবনের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে লেখা। সবচেয়ে মর্মস্পর্ক রুবাইয়াতগুলি ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে অবস্থান কালেই লেখা। এমন কতকগুলি রুবাইয়াতও যে সময় লিখি বা লেখার সম্ভাব্য কাল পরেই আমি “আয়েতে পেচার” মত আশ্চর্যজনক হল পেয়েছিলাম। মানুষের আত্মার গভীরতম স্থান থেকে যখন খোদার স্মৃতি উদ্ভূত হয় তখনো তখন কিছুতেই দূরে অবস্থান করতে পারেন না।

“শারাবান তহুра” আর্থী কথা। (কোরান মলিকের দুই ভিতরে একুশ আয়েতে হক্কিয়া)। ‘শারাব’ শব্দের প্রকৃত অর্থ পানীয়; নদীও মদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘তহুра’ অর্থ পবিত্র। বেবেল্‌ত পানীরা তাঁদের, সংকারণের পূর্বকার বঙ্গম সমস্ত আনন্দের করণা থেকে যে শুভ্র ও সুবাসিত পানীয় পাবেন তাকেই আমরা “শারাবান তহুра” বলে জানি। বাংলা ভাষায় ইহারে সাধারণতঃ অমৃত বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই “শারাবান তহুра” বা অমৃত যে সত্যিকার কোন মনোযোগ্য পদার্থ কিনা অথবা এটা আত্মিক জগতের কোন রূপক উপমা কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ভাব্য আছে।

আমার আৰ্জ্—

কয়েকবছর আগেকার এই ছিন্ন ভিন্ন লেখাগুলিকে “শারাবান তহুরা” নাম দিয়ে আজ সুধী সমাজের দৃষ্টিগোচর করতে প্রয়াস পেলাম। এগুলি জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে লেখা। সবচেয়ে মর্ম্মস্পর্শক রুবাইয়াতগুলি ১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে অবস্থান কালেই লেখা। এমন কতকগুলি রুবাইয়াতও সে সময় লিখি যা লেখার অত্যন্ত কাল পরেই আমি “আয়েতে শেফার” মত আশ্চর্য্যজনক ফল পেয়েছিলাম। মানুষের আত্মার গভীরতম স্থান থেকে যখন খোদার স্মৃতি উদ্ভূত হয় তখন খোদা কিছুতেই দূরে অবস্থান করতে পারেন না।

“শারাবান তহুরা” আরবী কথা। (কোরান মজিদের ছুরা দহরের একুশ আয়েতে দ্রষ্টব্য।) ‘শারাব’ কথার প্রকৃত অর্থ পানীয়; যদিও মদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘তহুরা’ অর্থাৎ পবিত্র। বেহেশ্তবাসীরা তাঁদের সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত আনন্দের বারণা থেকে যে শুভ্র ও সুস্বাদু পানীয় পাবেন তাকেই আমরা “শারাবান তহুরা” বলে জানি। বাংলা ভাষায় ইহাকে সাধারণতঃ অমৃত বলা হ’য়ে থাকে। কিন্তু এই “শারাবান তহুরা” বা অমৃত যে সত্যিকার কোন দর্শনযোগ্য পদার্থ কিনা অথবা এটা আত্মিক জগতের কোন রূপক উপমা কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ভাব্‌বার আছে।

বিখ্যাত মুছলিম দার্শনিক ও ছুফী ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর “মিশ্কাতুল আনওয়ার” নামক বইখানিতে লেখা আছে—
 “সম্ভবতঃ খোদা এমন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই যার অনুরূপ সৃষ্টি এই মাটির পৃথিবীতেও নাই।” এই প্রসঙ্গে অনেক বড় বড় দার্শনিকদের কতকগুলি বইপত্র ঘাটাঘাটি ক’রেও খুব বেশী ফল আমি পাইনি। আমার মনের জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বেড়েই চ’লেছিল। এরপর আমি একজন ছদ্মবেশী ছুফীর সাহচর্য্যে আস্‌বার সুযোগ পাই। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান ক’রবার সৌভাগ্য এবং বহু পত্র বিনিময়ও হ’য়েছিল।

এসব ছাড়া ধর্ম্ম জীবনেও আমি যে সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ ক’রবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে এইটুকুই বুঝি যে মানব জীবনে একমাত্র প্রেমই সত্য ও অমর। যাঁরা ধর্ম্ম-জীবনে শরীয়তের অন্তর্নিহিত নির্যাস আহরণে অসমর্থ হ’য়ে কেবলমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বাড়াবাড়ি ক’রে থাকেন তাঁদের অবস্থা “কাবুলি ওয়ালার নারিকেল খাওয়ার” মতই। নারিকেলের ছোব্‌ড়াই তাঁরা চুষে বেড়াচ্ছেন। নারিকেলের শাঁসের ও রসের জ্ঞান তাঁদের একেবারেই নেই। যাঁরা জীবনে একটাবারও সত্যিকার প্রেমের পরশ ও নিদর্শন লাভ ক’রতে পেরেছেন তাঁরা তা কখনও ভুলে যেতে পারবেন না।

ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) দার্শনিক সত্যের সমর্থনও আমি এখানেই পেয়েছি। দুনিয়াতে যদি কিছু “শারাবান তহরার” অনুরূপ সৃষ্টি থাকে তবে তা প্রেম। প্রেমে নারী, পুরুষ,

কামনা কিছুই নেই। প্রেমের কোন definitionও নেই। প্রেমের definition প্রেমই। প্রেম হ'তেই মানবের উৎপত্তি ও প্রেমেই তার চরম পরিণতি। ইছলামের অন্তর্নিহিত সত্য ইহাই। ছুফীবাদও এই একই কথা শিখিয়েছে। প্রেমের আধিক্য মানুষকে সশরীরে বিলীন ক'রে দিতে পারে। তাই ইছলাম এবিষয়ে বাড়াবাড়ি করা সকলের জ্ঞাত সমর্থন করে না। প্রেমের পথ অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হ'লেও অগম্য নয়। আমি যখন গ্রামের মাইনর স্কুলে প'ড়তুম তখন থেকেই খৈয়াম, হাফিজ ও খসরুর রুবাইয়াতগুলির বাংলা অনুবাদ প'ড়বার সুযোগ পাই। এগুলি তখন থেকেই আমার কিশোর মনকে বেশ চঞ্চল ক'রে তুলতো। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা এবং প্রাচ্যেরও অনেকে খৈয়াম ও হাফিজের “প্রেম মদিরা” ও “পান পিয়ালার” বিকৃত অর্থ গ্রহণ ক'রে নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্য ও তার সাথে “তরল পানীয়” নিয়ে এক অভিনব জগতের সৃষ্টি ক'রেছে। এরা অনেকেই হয়ত এখন বুঝতে পেরেছে যে তারা সত্যই আগ্নেয়গিরির মাঝার ওপর বাসা বেঁধে ব'সে আছে ; কিন্তু অনেকখানি নিরুপায়।

প্রেমিকের কোন কর্ম আছে কিনা তা আমি ঠিক ক'রে ব'লতে পারি না। তবে একথা সত্য যে নিঃস্বার্থ মানব-সেবা, অপরের প্রতি সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই প্রেমের স্ফূরণ হয়। ইছলাম ঠিক এই কথাই শিখিয়েছে। হজরতের সমগ্র জীবনটাই এই সেবায় অতিবাহিত হ'য়েছে। অথচ তিনি

বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিজনও তাঁর ছিল। মানব-সেবার অর্থ কেবল মাত্র ধর্ম-প্রচার করাও নয়, হাসপাতালে নার্সের কাজ করাও নয় বা নিছক দয়া ক'রে গরীব দুঃখীকে দু'একবেলা খেতে দেওয়াও নয়। এগুলি মানব-সেবার এক একটা অঙ্গ মাত্র। মানবের পার্থিব, আত্মিক, নৈতিক, মানসিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার উন্নতি বিধানের জন্য পরিশ্রম করাই মানব-সেবা। সেবার নামে যারা শোষণ করে ও মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে তারা দুনিয়াতে শয়তানের প্রতিনিধি।

আমার লেখাটা হয়ত সবাইকে সমান আনন্দ দিতে পারবে না। ক্রটি হয়ত অনেক আছে। তবে যঁারা মুক্তা আহরণে যত্নশীল তাঁরা কর্দমের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি। জ্ঞানী ও প্রেমিকরা এতে তাঁদের মনের খোরাক ও আনন্দ পাবেনই। তবুও আমার অজানা ক্রটি ও অক্ষমতার জন্য আমি প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকার কাছে মার্জ্জনা চাই। আশা করি আমার বন্ধুবর্গও আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরূপ হবেন না। খোদা হাফিজ্।

ঢাকা

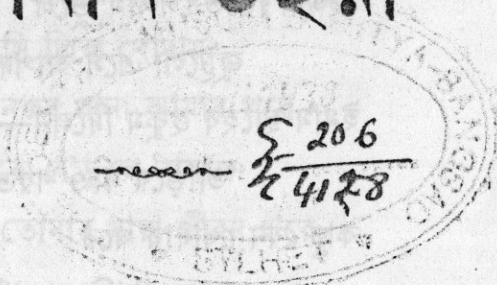
২৫/১০/১৯৪৮

}

আব্জ্-গুজার,

মোহলেগ আহমদ

শারাবান তত্ত্বা



(১)

শারাব খেয়ে চ'ল্‌নু আমি

প'ড়তে নামাজ মাছজিদেতে ;

একটা হাতে মদের গেলাস

তছবীহ খানা অন্য হাতে ।

ইমাম ছাহেব পাকা অতি

ডাকেন আমায় মুচকী হেসে ;

“মদের গেলাস ছাড়তে হবে”

বলেন আমার পাশে এসে ।

শারাব—পানীয়, মদ, ঐশী প্রেম । তছবীহ—জপের মালা ।

ইমাম—পুরোহিত ।

(২)

ঘণ্টা খানেক রইনু ব'সে
 প'ড়'লে ওরা নামাজ কত ;
 ছিজ্‌দা দিতে গেলাম ভুলে
 জুটলো এসে আপদ যত ।
 ইমাম ছাহেব হুকুম দিলেন—
 “তাড়িয়ে দাও শয়তানেরে ;
 কভু যেন খোদার ঘরে
 দেখতে আমি না পাই ওরে ।”

(৩)

ব'ল্‌নু তখন, “ইমাম ছাহেব,
 আজ্‌কের মত মাকী চাই ;
 ছিজ্‌দার বেলায় ভাব'তেছি'নু
 মদের গেলাস যদি পাই ।
 খোদার ঘরে নামাজ ছেড়ে
 খুল'তে যদি শারাবখানা ;
 মোরদারা সব আস'তো উঠে
 পায়ে হেঁটে এক টানা ।”

শারাবখানা—পান'শালা । মোরদার ।—মৃতেরা ।

(৪)

“সত্যিকারের ইমাম তুমি
 দেখতে পেতে তাদের মাঝে ;
 কাণ্ড তোমার দেখে তারা
 নতশিরে ম’রতো লাজে ।
 ছিজ্জা তুমি দিলে খোদায়
 নজর খানা আমার পরে ;
 কেমন তরো প’ড়লে নামাজ
 তোমার সারা জীবন ধ’রে ।

(৫)

“ভেস্তুর আশা যদি থাকে
 তবে তুমি নামাজ ছাড় ;
 চুপটি করে আমার সাথে
 শারাবখানায় ঢুকে পড় ।
 খোদার দীদার পাবে তুমি
 ভেস্তুর কথা যাবে ভুলে ;
 হৃদয় তোমার উঠবে ভ’রে
 নতুন করি’ ফলে ফুলে ।

(৬)

হৃদয় যদি রইলো ভরা
 আগ্নেয় আর হিংসা দ্বেষে ;
 কিফল হবে ছিজ্জা করি'
 ভণ্ডামির ওই রঙীন বেশে !
 মাছ্জিদ সব ভেঙে ফেলে
 মদের দোকান গ'ড়ে তোলো ;
 শারাব পিও ফুঁতি ক'রে
 হাতে হাত মিলিয়ে চলো ।

(৭)

মোল্লা ভায়া, শারাব খাওয়া
 না হয়, হোলোই একটা পাপ ;
 কত রকম পাপ যে তোমার
 কেইবা দেবে তার হিছাব্ ।
 শেরেক করা হয় যদিগো
 সবার সেরা পাপ বড় ;
 তুমি তো ভাই শেরেকীতেই
 মত্ত আছো জড় সড় ।

হিছাব—হিসাব । শেরেক—শির্ক, অংশীবাদিতা ।

(৮)

ধর্মোপদেশ শুনেছিনু
 যখন আমি জ্ঞানে কচি ;
 বয়েস এখন বেড়েই গেছে
 ওসব কেন মিছে মিছি ।
 আঙ্গুর-খুনের এমনি মজা
 নইকো আমি ছাড়তে রাজী ;
 ওরই জোরে ধরার ওপর
 খুশীর রাজা আমি আজি ।

(৯)

উপদেশের ঝুলি তোমার
 তুলে রাখো, আজকে ভায়া ;
 কা'লকে এসো সকাল বেলা
 চোখের যখন কা'টবে মায়া ।
 আমি যখন নেশায় কাতর
 তখন ওটার ফায়দা কিবা ;
 তুমিই নিজে ক'রছো যে ভুল
 রাত্রিটীয়ে দেখছো দিবা ।

আঙ্গুর-খুন—আঙ্গুরের রস, মত্তবিশেষ । ফায়দা—সুফল ।

(১০)

মোল্লা ভায়া, একটুখানি
 পেতে যদি চুমুর মউ ;
 দশা তোমার দেখতে পেতাম
 উঠতো কেমন হাসির ঢেউ ।
 আজকে রাতে পিয়া-সুখের
 পেতে যদি একটু রেশ ;
 কেমন তুমি প'ড়তে নামাজ
 থা'কতো তোমার ছোফেদ বেশ ।

(১১)

শেখজীগো বুঝ্ছো নাকি
 মিছেই তোমার অহমিকা ;
 বংশ-বিচার বেজায় তোমার
 আমার চোখে সবই ফাঁকা ।
 সবাই যখন জন্ম নিগেম
 একটী বিন্দু শুক্ল-জলে,
 সবাই আবার যাবো ডুবে
 পাতাল পুরীর অতল-তলে ।

(১২)

কাজী ছাহেব ! কুর্ছী পরে
 আমার বিচার ক'র্বে আজি ;
 মরণ-পারে তোমার বিচার °
 ক'র্বে তবে কোন্ সে কাজী ?
 'কায়েস' যদি 'লায়লীর' নামে
 ক'রেছিলো দিল্ কোর্বান্ ;
 মোশ্‌রেক্ নাম দিলে তারে ?
 এমনি বিচার, পাক্ কোরাণ ।

(১৩)

“ইব্রাহিম” তো দিয়ে ছিলো
 খোদার পায়ে পুত্রে তুলি' ;
 তুমি শুধু মানের দায়েই
 দিয়ে দিলে খোদায় বলি ।
 হৃদয়টারে পিষে দিলে
 যেথায় ছিল খোদার ঘর ;
 মানের পূজায় মার্লে তুমি
 খোদার বুকে দারুণ শর ।

কুর্ছী—চেয়ার, বিচারাসন । কায়েস—লায়লী মজুত্ উপাখ্যানের
 কায়েস । দিল্—অন্তর । কোর্বান—বলিদান । মোশ্‌রেক্—
 অংশীবাদী । ইব্রাহিম—হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নবী ।

(১৪)

এমনতরো পাপের বোঝা

সইতে যদি পারো তুমি ;

পারবে নাকি মজলু কি গো

থাক্তে তোমার চরণ চুমি' ?

শারাব নিয়ে আমি যদি

থাক্তুম প'ড়ে দিবারাতি ;

ক্ষতি কারো হ'তো নাকো

নিভ্তো না আর দীনের বাতি ।

(১৫)

খোদা মিঞা ম'রেই গেছে

তোমার তীরের একটা ঘায় ;

ধর্ম্য সেতো বিকিয়ে গেছে

দেনার দায়ে তোমার পায় ।

পূজ্বো কেন খোদায় তবে

নেইকো যখন খোদার ভয় ;

পাপের স্রোত বইছে পুরা

রইছে শুধু সমাজ ভয় ।

(১৬)

হায় মোল্লাজী, দেখছি তোমার
 লম্বা দাড়ি এক গাদা ;
 লম্বা লম্বা বুলির বুলি
 কুত্ৰা তোমার বেজায় সাদা ।
 ধর্মের নামে পাগল তুমি
 বুলুছে গলায় 'কোরান পাক' ;
 'কোরান', মাঝে ধর্ম আছে
 তোমার মাঝে সবই ফাঁক ।

(১৭)

সিন্দুক ভরা জম্‌লো টাকা
 মরণ টারে ভীষণ ডর ;
 গোর আজাবের কিচ্ছা তুলে
 মারলে সবে ; ভ'রলে ঘর ।
 তওবার রশি দিলে ফেলে
 জুটলো এসে মুরিদ দল ;
 আমার নামে কুফ্রী জারি
 দলাদলির বিষম ফল ।

গোর—কবর । আজাব—শাস্তি । তওবা—অনুতাপ । মুরিদ—
 শিষ্য । কুফ্রী—খোদার প্রতি অবিশ্বাস ।

(১৮)

আমিহু আর বড়াই নিয়ে
 কাটিয়ে দিলে জীবন-কাল ;
 শারাব নেশায় মত্ত আমি
 নেইকো আমার বদ্‌ খেয়াল ।
 পথের ধূলার মতই আমি
 মিশে আছি পথের বুক ;
 জীবনটাতো খেলার মত
 মরণ-পারে থাকবো স্থখে ।

(১৯)

“ওয়ায়েজ্” তো ফেল্লে ভেঙে
 দাঁত গুলি সব একে একে ;
 তুমিই মিছে ভুলের মোহে
 চলেছো ভায়া পথটী বেঁকে ।
 পীরিত করা বেজায় কঠিন
 ঠিক থাকেনা মগজ্‌টী যে ;
 শারাব নিয়ে আছি মেতে
 তাজা আছে তাইতো সে যে ।

ওয়ায়েজ্—হজরত ওয়ায়েজ্ কর্ণী, যিনি হজরতের (দঃ) দান্দান
 শহীদের খবর পেয়ে নিজের দাঁতগুলি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন ।



প্রিয়ার আশায় বেড়াই কুঁকর

কুঁড়া যেমন খাবার আশে

রা'ত দুপুরে ঘুম আসে না

প্রিয়ার ছবি আমার পাশে ।

পিয়ালা সব হয় নিঃশেষ

মেটে নাকো পিয়াছ ঘোর ;

“বেলালের” ওই আজান শুনে

কাটে আমার নেশার ডোর ।

Acc. No. ১৬১৬৮

(২১)

মোল্লাভায়া, আর হেসো না

উপহাসের ভীষণ পাপ ;

সইতে তুমি পারবে নাকো

প্রেমিক জনের অভিশাপ ।

মদের নেশা বরং ভালো

ঋণিক তাহার স্থিতিকাল ;

মিছেই তোমার ভোগের আশা

মেটে না যা তিলেক কাল ।

কুঁড়া—কুকুর । পিয়ালা—পান-পাত্র । বেলাল—যিনি ইচ্ছামের
সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন ছিলেন ।

(২২)

হর পরীরা মিলবে যখন

ফিরদাউসের ওই বাগিচায় ;

দোষ কি তবে পান করিতে

ধরণীর এই আগ্নিনায় ।

যৌবন যখন শুকিয়ে যাবে

গোলাপ পাপড়ি ঘোর ম্লান ;

তখন কি আর মিলবে আরাম

যৌবনের এই সতেজ প্রাণ ।

(২৩)

ভেস্তুর আশা নেইকো আমার

নরক সেও তো কাম্য নয় ;

শারাব নেশায় যুরছি শুধু

দিল্টা যদি ঠাণ্ডা হয় ।

কোরাণ, হাদিচ্, সব ছেড়েছি

আমার শুধুই শারাব চাই ;

নামাজ রোজার বদলাতে মোর

হরের আশা মোটেই নাই ।

(২৪)

মোল্লা ভায়া, বেজায় কড়া
 বল্লে, —নাকি কাফের আমি ;
 এম্‌নি তোমার বিচার তরে
 হবে তুমি জাহান্নামী ।
 শারাব ছাড়া অণু নেশা
 আদৌ যার নেইকো কভু ;
 তারেই দিলে জাহান্নামে
 মিল্বে তোমার স্বরগ তবু ?

(২৫)

সইতে তুমি পার্লে না যে
 অপমানের একটা কথা ;
 তার বদলে দিলে আমায়
 খড়গাঘাতের দারুণ ব্যথা ।
 পেটের দায়ে দিবারাতি
 সইছি কত বাঁটালাথি ;
 অভিমানে ফল কি হবে
 অপমান যার চির সাথী ।

জাহান্নামী—নরকগামী ।

(২৬)

হায় মোল্লাজী ভুলেই গেলে
 স্পর্শতরো কোরাণ-বাণী ;
 আনবে ইমান ইছার পরে ;
 মুছার পরে এইতো জানি ।
 সেসব কথা চেপেই গেলে
 আজকে তোমার দলাদলি ;
 কেমন ক'রে হবে আজি
 ছুনী-শিয়ার মেলামিলি ।

(২৭)

কাজী চাহেব বল্লেন আমায়
 হুকুম তাঁরই মান্তে কাজে ;
 মিল্বে তবেই খোদার দীদার
 সংকীর্ণতার গণ্ডীমাঝে ।
 জ্ঞানের আলো নেইকো সেথায়
 অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি ;
 বিদ্রোহী নাম নিলেম তখন
 রুজী নিয়েই কাড়াকাড়ি ।

ইমান—বিশ্বাস। ইছা—যীশু খৃষ্ট (আঃ)। মুছা—হজরত মুছা (আঃ)।

(২৮)

গুরুজী মোর ঘাবড়ে গেলে
 এতেই তুমি হায় কপাল ;
 কেমন ক'রে রইবো আমি
 জাল্লে যদি রূপ-মশাল ।
 শারাব খানা খুল্লে তুমি
 আমায় শুধু পিতে মানা ;
 সবাই মরে ফুঁতি ক'রে
 আজব দেখি ছুনিয়া খানা ।

(২৯)

তক্দিরে মোর সবই ছিল
 হারানু সব আপন ভুলে ;
 ভুলের খোঁদা কোন্সে তবে
 কেইবা তবে পাপের মূলে ?
 খোঁদা মিঞা বানিয়ে দিল
 আচ্ছা মজার কপাল খানা ;
 স্বর্গের রশি তারই হাতে
 ভুলের বেলায় নরক যানা ।

আজব—আশ্চর্য্য । তক্দির—অদৃষ্ট ।

(৩০)

মতলবখানা আজব বটে
 বানালো এক মটীর সঙ্ক ;
 ছিজ্‌দা করে সবাই তারে
 কেমন ছাখো মজার ঢঙ্ ।
 জানা ছিল আগে থেকেই
 মান্বে নাকো ইব্লিচ্‌ তারে ;
 মিছেমিছি ফন্দী ক'রে-
 তাড়িয়ে দিল অভাগারে ।

(৩১)

আদমেরে ক'য়ে দিলো
 ক'রতে খেলা “মায়ার” সাথে ;
 ব'ল্লে তারে—“ছুঁতে মানা” :
 নামিয়ে দিল আপন হাতে ।
 মটীর বুক ক'র্বে ফসল
 এইই ছিল আশা তার ;
 তবু কেন ফের লাগিয়ে
 চাপিয়ে দিলো পাপের ভার ।

ইব্লিচ্—শয়তান । আদম—হজরত আদম (আঃ), আদি পিতা ।
 “মায়া”—বিধি হাওয়া ।

(৩২)

ক্ষমার তরে রইলো বসি'
 কেমন তরো কুরছী পর ;
 পিও তবে খুশীর সাথে
 আরাম করি' জীবন ভ'র।
 কিসের তরে কষ্ট করি'
 করো তুমি স্বর্গের আশ ;
 জীবন-কালের পুণ্যি যতো
 মরণ-কালে হবে নাশ !

(৩৩)

স্বুঝতে তুমি পার্ছো নাকি
 ফন্দীবাজের ফন্দী সব ;
 পাপ পুণ্যি সবই মিছে
 লীলা খেলার স্তমতলব।
 স্বুঝতে এখন পার্ছো না সে
 ক'রছে কি যে খেলার ছলে ;
 স্বুঝবে তখন, সবাই যখন
 ধরবে চেপে বিচার কালে।

(৩৪)

মোল্লাজীগো আমায় তুমি
 আর দিওনা জাহান্নামে ;
 বিচার করার কেরো তুমি
 'তওবা' কর খোদার নামে ।
 বিচারক তো রইলো ব'সে ;
 কোরাণ খুলে ছাখো নারে ;
 সবার বিচার একই দিনে
 ষুমের শেষে মরণ-পারে ।

(৩৫)

ন্যায়ের পরে সখ্ যদি গো
 আধেক পথের আধেক দিনে ;
 আপন বিচার করো তুমি
 চ'ল্বে যদি রাস্তা চিনে ।
 পিরা'ণ তোমার বুল্ছে দেখি
 মাথা থেকে পায়ে গিয়ে ;
 রাত্রি জেগে ছিজ্দ্দা দিলে
 অহমিকার বুলি নিয়ে ।

সখ্—আকর্ষণ । পিরা'ণ—পিরহাণ, লম্বা কামিজ বিশেষ ।

(৩৬)

কোরাণ হাদীছ্ গেছিন্ ভুলে,
 ভুলে গেছিন্ আল্লায় তোরা ;
 তোদের বাণীই হাদীছ্ হ'লো
 মিথ্যা সেতো আনকোরা ।
 তোদের জ্ঞানই পক্ক অতি
 আল্লা মিঞা “বোকার ডিম্” ;
 সেই কারণেই মদ ধরেছি
 না হয় যাতে দেহ হিম্

(৩৭)

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি
 আর কোরো না মোল্লা ভাই ;
 রছুল তোমার বিদায় কালে
 মানা ক'রে গেছেন তাই ।
 তার চাইতে আমার সাথে
 আর এক চুমুক শারাব নাও ;
 নতুন ক'রে চ'লবো মোরা
 ধর্ম-পথে ছ'এক পাও ।

(৩৮)

অত্যাচারের মাত্রা যখন
 বেড়েই গেল আমার পরে ;
 “বেলালের” ওই কিচ্ছা শোনাও
 মোল্লা ভায়া, কিসের তরে ।
 “ইছলাম-রাজ” দিয়েছিলেন
 দরদ দিয়ে মুক্তি তারে ;
 তুমি ভায়া কুর্ভি উড়াও
 বসি’ আপন গৃহ-দ্বারে !

(৩৯)

ভোরের পাখী গাইবে তবু
 সাগর পারের এই দেশে ;
 অত্যাচারের মাত্রা তোদের
 বাড়লে যদি হীন বেশে ।
 তার গানে যে ভাঙতো তোদের
 কঠিন পাপের মরণ-ঘুম ;
 বাঁচবি যদি জলদি এসে
 নবিজীর ওই কদম চুম্ !

ইছলাম-রাজ—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) । কদম চুম্—আদর্শের
 অনুসরণ করা ।

(৪০)

বদনামি আর কুৎসা গেয়ে
 ক'রলি তোরা পাগল মোরে ;
 খোদার দরগায় হাত উঠিয়ে
 জাহান্নামে দিলি ভ'রে ।
 বাদশাহীটা তোদের হাতে
 খোদা মিঞা কিছুই নয় ;
 ভাড়িয়ে দিলি আমায় তোরা
 ছন্ন-ছাড়া পেলো লয় ।

(৪১)

মূর্থ তোরা এম্নি ক'রে
 ক'রলি আমায় অপমান ;
 জানিস্ কিরে অধম তোরা
 মিছেই তোদের অভিযান ।
 কেনই ঘেরে এসেছিলাম,
 কেনই তোদের ডেকেছিলাম ;
 জান্‌লি না তো আমায় তোরা
 কিইবা ছিল আমার নাম ।

(৪২)

হায় মুছাফির ভুলের পথে

চ'ল'বি তুই আর কতদিন ?

ওদিক্ যে তোর বরণ-ডালা,

বাসর ঘরে বাজে বীণ্ !

নতুন পথের সাথী যে তোর

মালা হাতে রইছে বসি' ;

হয়তো আবার দেরীতে তোর

মালাখানি প'ড়'বে খসি' ।

(৪৩)

পান করিনু মত্ত মাতাল

মাত্রাজ্ঞান গেলু ভুলে ;

পানের নেশা বেড়েই গেল

আজ্বে আমি মরণ-কূলে ।

ঢালো সাকী শারাব ঢালো

যেটুক্ আছে শেষ করি' ;

প্রিয়ার তরে এমনি মরণ

এই খবরটা দিও স্মরি' ।

(৪৪)

মাতালের এই নাপাক দেহ
 কেউ ছুঁয়োনা মোল্লাজীরা,
 জানাজার নামাজ তারই
 প'ড়বে এসে হর পরীরা ।
 ধরার মানুষ ব্যথাই দিলে,
 দিলে নাকো তিল আরাম ;
 তার বদলে মিলবে আমার
 রছুলের ওই খাছ মাকাম ।

(৪৫)

জল্দি ক'রে পান ক'রে নাও
 আজকের এই শারাব টুক ;
 ক'ল যদি আর না পাই ওগো
 চুম্তে তোমার রঙীন মুখ ।
 একটু বাদেই শুন্তে পাবে
 মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ-স্বর ;
 দিনের আলো প'ড়বে এসে
 তোমার কচি মুখের পর ।

জানাজা—অন্তেষ্টিক্রিয়া । মাকাম—ঘর । মুয়াজ্জিন—যে আজান দেয় ।

(৪৬)

মূর্খেরা সব ঘুমিয়ে র'লো
 অন্ধকারে ঘরের মাঝে ;
 চাঁদিনীর এই মায়ার খেলা
 বুঝবে কেন, কিসের কাজে ।
 তোমার মুখে জ্যোছনা রাতে
 দিতো যদি একটা চুমু ;
 দিব্যি ক'রে ব'লতে পারি
 পেতো ওদের মরণ-ঘুম ।

(৪৭)

ভাবছে ওরা মজানু বেটা
 মদের নেশায় মাতাল ঘোর ;
 কেমন ক'রে বুঝবে তারা
 নয়কো যারা শারাব-খোর ।
 জিন্দেগী মোর ফুরিয়ে এলো
 আর এক চুমুক লাল শারাব ;
 মরণ বুকে তুষার জ্বালায়
 করুক ওরা দিল কাবাব ।

(৪৮)

বুদ্ধি বিচার লোপ পেয়েছে

ওসব বালাই নেইকো মোর ;

আজ্কে রাতে প্রিয়ার সাথে

ভেঙোনা মোর ঘুমের ঘোর ।

ভোরের বেলায় বন্ধুরা সব

নিয়ে যখন যাবে মোরে ;

লাল শারাবের পেয়ালাটী

রেখে দিও গোরের পরে ।

(৪৯)

প্রিয়া আমার, এমনি ক'রে

হান্লে যেদিন দৃষ্টি-বান্ ;

সেদিন থেকে কাঁদি হাসি

হৃদয় আমার খানে খান্ ।

কেমন ক'রে সহিবো আমি

তীব্র তোমার আলিঙ্গন ;

মোর কামনা সেই ভাবনার

গোর কিনারায় পাগল মন ।

(৫০)

মিলবে কিনা বাসর ঘরে
 তুমিই জান ওগো প্রিয়া ;
 তোমার আসন বুকের ওপর
 রইবে পাতা আশা নিয়া ।
 নাইবা যদি এসই তুমি
 ব্যর্থ করি শেষ স্বপন ;
 আশাই আমার “তুমি” হয়ে
 উঠবে ফুটি’ রূপ-মগন ।

(৫১)

আমায় কেন ডাক্ছে আবার
 চোখ্ ইশারায় বারে বারে ;
 জ্বালিয়ে দিলে আমায় তুমি
 আগুনভরা চোখ্‌টী মেরে ।
 পর্দার মাঝে ওইঘে তোমার
 রূপের প্রকাশ একটু খানি ;
 তার চাইতে বরং ভালো
 খোলাখুলির ব্যবসা জানি ।

(৫২)

তুমিই যদি মিলবে না মোর
 দুদিনের এই জীবন মাঝে ;
 মিছেই আমার ভবে আসা
 জীবনটা মোর মিছেই কাজে ।
 জান্তেম যদি আমি আগে
 এমনতরো ফাঁকিই দিতে ;
 তুমি কি আর পা'রতে আমায়
 এমনি ক'রে ভুলিয়ে নিতে ।

(৫৩)

মরণ-বেলার শেষ মিনতি
 মনে ক'রে রেখো সাকী ;
 যদি কারো 'শওক' জাগে
 মরণটারে দিতে ফাঁকি ।
 পান করিও আসল জিনিষ
 নকল নিলে ক'রবে ভুল ।
 আরব-বাগের টাটকা মদে
 হৃদ-বাগিচায় ফুটেবে ফুল ।

(৫৪)

যা খুশী তোর ক'রেই চল্
 বেদিল্ প্রিয়া পরাণ চোর ;
 প্রেমের বদলা দারুণ আঘাত
 ব্যথাই দেওয়া স্বভাব তোর ।
 এম্নি ক'রে আমায় মেরে
 শান্তি কিরে পাবি তুই ?
 প্রেমের ধর্ম মিথ্যা সে কি
 মিথ্যা সে কি ভোরের ঘুঁই !

(৫৫)

যেদিন থেকে তোমার নামে
 গাইতাম আমি গান ;
 সেদিন থেকে কপাল খানা
 ভাঙলো খানে খান্ ।
 ফুল বাগিচার ফুলগুলি সব
 ক'রেই গেল তপ্ত বায়ে ;
 খোশ্বু তাদের রইলো মিশে
 ব্যকুল আশে তোমার পায়ে ।

(৫৬)

মার্জনা মোর ক'রো সখি
 ব্যথাই যদি দিয়ে থাকি ;
 অভিশাপের কল্লনাতে
 যেয়ো নাকো দিতে ফাঁকি ।
 ব্যথার বদলা ব্যথাই যদি
 প্রতিঘাত রহস্য ময় ;
 প্রেমিক তোমায় ব'ল্বে কেবা
 পরাণ যদি ক্ষুদ্র হয় ।

(৫৭)

আবার কেন রাত ছুপুরে
 ক'রছে এত ডাকাডাকি ;
 একটুখানি ঘুমিয়ে গেলু
 তবু তোমার নেইকো মাফী ।
 কা'ল্বে আবার নতুন ক'রে
 গড়'তে হবে তাঁবুর ঘর ;
 ক্লান্ত পথিক ক'রছে আরাম
 পান্থপালার পথের পর ।

(৫৮)

ওগো সাকী, ওইযে তোমার
 গোলাব রংয়ের সুগোল মুখ ;
 কেমন ক'রে ভুলবো আমি
 নাইবা পেলাম স্বর্গ-সুখ ।
 ওই যে তোমার আঁখির পাতায়
 ঝিমিয়ে আসা ভুরু দয় ;
 ওই যে তোমার কোমল তনু
 গোলাপ পাপুড়ি হেরে যায় ।

(৫৯)

নাই যদি মোর মুক্তির আশা
 তোমার ফাঁদের কবল থেকে ;
 অনুতাপের ফল কি মিছে
 মরিই যদি সাগর বুকে ।
 ভুলই যদি ক'রেই থাকি
 ঘোবনেরি জোয়ার টানে ;
 মিটবে নাকি সে ভুল কভু
 ভাটির টানের করুণ গানে ।

(৬০)

তোমায় যদি নাপাই আমি
 দুঃখ কভু কোরবো না ;
 তোমার তরেই মরণ শুধু
 এইটুকু মোর সান্ত্বনা ।
 পার যদি দয়া ক'রে
 দিও শুধু এক চুমুক ;
 না হয় শূন্য পেয়ালাটারে
 যদিই বা পাই গন্ধটুক ।

(৬১)

একটাবার নিতে যদি
 নরম গালে একটি চুমু ;
 নাইবা কভু আস্তুম আর
 ঘুমিয়ে যেতুম মরণ-ঘুম ।
 দিল্ দরদীর বেদিল্ হিয়া
 আমার কোলে একটী বার ;
 পাপদেহ মোর পুড়েই যেতো
 নিভতো আগুন্ কামনার ।

(৬২)

হেনা ফুলের গন্ধ সাঁঝে

প্রাণের মাঝে জাগায় দোলা ;

তোমার বেণীর খোশ্বু যেন

ওরই বুকে রইছে তোলা ।

কেইবা জানে কোথায় পেলো

হেনা এমন গন্ধ তার ;

মৃদুল বায়ে আসছে ভেসে

খোশ্বু বুঝি সেই খোঁপার ।

(৬৩)

আর মারিস্ না ওরে নিষ্ঠুর

সইতে ঘেরে আর পারিনা ;

তোর মনে যে এতই ছিল

মিছে মায়া'র এই ছলনা ।

তোমার চোখের বিজ্জ্বল-রেখা

আমার বুকে হান্ছে বাজ্ ;

আর কতকাল বাঁচবো সখি

গোরের স্বপন দেখছি আজ্ !

(৬৪)

বয়েস কটি তাতেও কি তোর
 নেইকো প্রাণে তিল দরদ ;
 জীবনভরা আশা আমার
 তাইতো আজও চাই মদদ ।
 আমায় মেরে ফায়দা কি তোর
 না হয় তোমায় চাইবো না ;
 তোমার সাথে পিরীত করা
 বিষম ফাঁকি বই তো না ।

(৬৫)

প্রিয়া তুমি বুঝবে না মোর
 শূন্য হিয়ার ব্যথা ঘোর ;
 বুঝতে যদি বাসতে ভালো
 ছিন্ন হ'তো মিলন-ডোর ।
 ব্যথাই দেওয়া স্বভাব তোমার
 ছল, চাতুরী, রূপ-মায়ায় ;
 করুণাময় নামেই শুধু
 দিলে ব্যথা আজ আমায় ।

(৬৬)

ভাঙতে যদি চাওগো তুমি
 তোমার গড়া প্রদীপটীরে ;
 মিছেই কেন গ'ড়লে তারে
 ডাক্লে আমায় আলোক-তীরে ।
 তোমার মত খাম খেয়ালী
 ছু'টী কভু দেখি নাই ;
 কিষে তুমি ক'রবে কখন
 সেই ভাবনায় কাট্ছে সদাই ।

(৬৭)

ধর্ম্য তোমার খুব চিনেছি
 অধর্ম্মেরই বইছে বাড় ;
 ওদের বেলায় দালান কোঠা
 আমার চালে নেইকো খড় ।
 তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়া
 মিছেই শুধু অপমান ;
 পেটের ক্ষুধার বদলা বুঝি
 হর পরীদের মিষ্টিগান ?

(৬৮)

স্বপন-মুখর মধুর রাতে
 যেদিন তোমায় দেখেছিলাম ;
 সোণার মতন বরণ তোমার
 লতার মতন কোমল তনু ।
 সেদিন থেকেই এমনি দশা
 হাতের মালা রইলো হাতে ;
 কেমন ক'রে দিইগো তারে
 অণু কোন ছবির পাতে ।

(৬৯)

বিদায় কালের সেই মালাটি
 খুলে রেখে দিও প্রিয়া ;
 তখন তারে পোরো যখন
 ভোরের বায়ে জাগ্বে হিয়া ।
 'শোক' যদি নাই-ই জাগে
 ফেলে রেখো সংগোপনে ;
 শিউলি-তলায় সকাল বেলায়
 কুড়িয়ে নেবো ঠিক যতনে ।

(৭০)

ত্বরা করি দাওগো সখি
 দাওগো আমার পান-পিয়াল
 রণ-ভেরী ছন্দুভী ওই
 বাজছে কেন মিলন-বেলা ।
 ক্ষণিকের সেই স্বপন-মায়ায়
 বুকের মাঝে-এই যে কাঁপা ;
 সব বুঝি গো বেফাঁস হবে
 রইবে না আজ্ কিছুই চাপা ।

(৭১)

আর কতকাল বাঁচবো সখি
 জিন্দেগীতো শেষ প্রায় ;
 কোল্‌জেতে মোর যুগ্ ধরেছে
 বাইরে শুধুই কামিজ্ গায় ।
 এই যদি গো প্রেমের খেলা
 খেলতে আমার নেইকো সখ্ ;
 অনুতাপে বুকের পাঁজর
 ভাঙবে বুঝি মরণ তক্ ।

কোল্‌জে—কলিজা, অন্তর । কামিজ—শাট । তক্—পর্যন্ত ।

(৭২)

প্রিয়া যদি মিছেই তুমি
 প্রেমের তোমার এই ধরণ ;
 কেন মিছে-বাঁধ্লে আমার
 ভেল্‌কী বাজীর কাল-মরণ ।
 দাওগো সাকী শারাব দাও
 নিলাম বুঝে প্রেমের ধারা ;
 জীবনে মোর শারাব খাঁটি
 বাকি সবই মায়ার কারা ।

(৭৩)

বাজাও সখি বাজাও তবে
 চিত্ত দোলার মারণ-বীণ্ ;
 রূপ-কুমারীর রূপের মায়া
 বুঝ্‌বে শুধুই আরেকীন ।
 কেইবা বলে হারাম তারে
 সে কথা আজ থাক্‌ চাপা ;
 চিত্ত বিকাশ রুখ্‌তে বলা
 ধর্ম্ম সে কি নিকৃতি মাপা ।

আরেকীন—তত্ত্বজ্ঞানী । হারাম—নিষিদ্ধ ।

(৭৪)

লায়লা তুমি পর্দা খোলো

মজ্‌নু কঁাদে রূপ-কাতর ;

মজ্‌নুরে আজ বাঁচাও যদি

মিলবে শেষে জান্নাত তোর ।

খোদাই যে তোর রূপের পূজায়

রূপের পুতুল ক'রছে স্বজন ?

রূপের মাঝেই আলো দেখি

অন্ধকারেই পাপ-গগন ।

(৭৫)

স্বর্গ তো ভাই রূপেই ভরা

অতৃপ্তি নাই যেথায় কভু ;

নরক মাঝেই হা ছতাশা

শয়তান সেথা এক প্রভু ।

মনের বিকাশ রূপের পূজায়

একথা ভাই জেনো ঠিক ;

ভোগের আশাই পাপ যে বড়

লুপ্ত যেথায় আত্ম-দীপ ।

(৭৬)

প্রিয়া তুমি আবার হাসো
 মরণ যদি হয়ই হোক ;
 তোমার হাসির স্বপ্ন যোগো
 বুকের মাঝে জাগায় শোক ।
 হাসির রেখায় প্রেমের দেখা
 পাইগো আমি বুকের মাঝে ;
 হাসি যেথায় নেইকো সেথায়
 ব্যর্থতারই স্বপ্ন জাগে ।

(৭৭)

তোমার পিছে ঘুরনু কত
 কুত্তার মত অলি গলি ;
 আমার পানে চাইলে যখন
 ভাবনু তারে প্রেমের কলি ।
 চিত্ত আমার ছুটলো তখন
 তোমার বুকের মাঝখানেতে ;
 এমনি সময় পালিয়ে গেলে
 অন্ধকারে কোন ঘরেতে ।

(৭৮)

ঘরের বাহির হইনু যখন
 তোমার চোখের ইশারায় ;
 ভালমন্দ জ্ঞান ছিল না
 ভুলে ছিনু আমি আমার ।
 মরীচিকার পিছে পিছে
 ছুটনু দারুণ পিপাসায় ;
 দুফ হাসি হাস্লে তখন
 মরুভূমির মাঝে দরিয়ায় ।

(৭৯)

আমার পানে চাইতিস্ যদি
 ধন্য হ'তো জীবন তোর ;
 চ'ল্বে যদি বক্র পথে—
 কাট্বে না তোর মোহ-ডোর ।
 আজযে তুমি মুখ ঘুরিয়ে
 ক'রলে আমার অপমান ;
 কা'ল্কে সখি বুঝ্বে তুমি
 ব্যথার কেমন করুণ গান ।

(৮০)

দিবি যদি দুঃখেরে তুই
 দিয়েই চল্ বেদরদী ;
 কইবো নাকো একটী কথা
 সইবার তাকত্ থাকে যদি ।
 দুঃখ ও তো সুখের হ'তো,
 মিছেই আমার মিলন-সাধ্ ;
 দুঃখের মাকেই মিলবে আরাম
 নেইকো যাতে অবসাদ ।

(৮১)

প্রিয়া আমার বিদায় নিলে
 সেইষে রাতের শেষ খেয়ায় ;
 পেচক পাখী উঠলো গেয়ে
 মনের কোণে কোন্ ব্যথায় ।
 জান্তো কেবা এম্নি কোরে
 তোমার যাওয়া জনম তরে ;
 বিদায় চুমু দিয়েই দিতাম
 বাসনা মোর উজাড় কোরে ।

(৮২)

সুন্দরী গো বাজিয়ে গেলে
 বিষের বাঁশী মোর প্রাণে ;
 মূর্ত হ'য়ে উঠলো ফুটে
 তোমার ছবি মোর গানে ।
 সুখের দিনে তোমার সাথে
 পিরীত করা স্মৃতির তাজ ;
 আজকে সুখের বিদায় দিনে
 আমার বুকে হান্ছে বাজ্ !

(৮৩)

মুহূর্তের এই বিচ্ছেদ মাঝে
 হাজার বছর হ'লো পার ;
 এর মাঝেতে মিললো না হয়
 তোমার কোন খোঁজ খবর ।
 একলা কাটাই ঘরের মাঝে
 ব্যথায় কাতর মোর আনন ;
 আসবে তুমি পেয়ালা হাতে
 দেখছি শুধু সেই স্বপন ।

(৮৪)

আসি ব'লে গেছে থিজির
 তিনশো বছর গেলো ধীরে ;
 তুমিও ত কম গেলেনা
 আজ্ যে আমি গোরের তীরে ।
 পিয়লা ভরি' তোমার আশে
 ছিনু ব'সে বিজন ঘরে ;
 ধরম কাজ তো হয় নি কিছুই
 শূণ্য হাতে ফিরছি দ্বারে ।

(৮৫)

এই বুঝি তোর স্তোক-বাণী
 আমায় শুধু ভুলিয়ে রাখা ?
 মিছেই তোমার আশার কথা
 মরণ-পারে দেবে দেখা !
 এই জনমে লুকোচুরি
 ওই জনমে মিলন-আশ্ ;
 এতেই আমার বেড়েই গেল
 জনম ভরা হা-ছতাশ ।

থিজির—হজরত খোয়াজ থিজির ।

(৮৬)

স্বপ্ন হ'য়ে আমার পাশে
 ঘুর্ছে তুমি সর্বদাই ;
 সত্তর হাজার পর্দা তবু
 তোমার কাছে পেলো ঠাই ।
 তোমার রূপে পাগল হ'লো
 বাদশা ফকির অলির দল ;
 আমি তো ছাই কুত্তার মত
 দিনু খুলে মনের কল ।

(৮৭)

কালকের কথা ভাব্ছে সখি
 থাকবে কিনা শারাব-জাম ;
 মিলবে কিনা লাল পিয়ালা
 গোরের মাঝে ঘুম আরাম !
 হর পরীদের ভিড়ের মাঝে
 রইবে কিনা আমার মনে ;
 ভিড়বো কি না আমি গিয়ে
 নতুন কোন হরীর সনে ।

সত্তর হাজার পর্দা—হাদীছ গ্রন্থে কথিত আছে যে খোদাতা'লা ৭০
 হাজার পর্দার মধ্যে অবস্থান করেন ।

(৮৮)

দিব্য দিনু এই মাথার
 এমনি কভু হবার নয় !
 হর পরীদের সাথে আমি
 খেলবো খেলা ছলনা ময় ।
 আমার বুকের সব খানিতে
 তোমার প্রেম বিরাজমান ;
 শিরার প্রতি রক্ত-কণা
 সেই প্রভাবে গাইছে গান ।

(৮৯)

এমনি মধুর জিন্দেগী মোর
 করনু মাটি ভুলের মোহে ;
 নাইবা পেলাম তোমার আমি
 রইবে আমার হৃদয়-গেহে ।
 মাথার কাপড় প'ড়'বে খসি'
 এটুকু জানি স্মৃতিশ্রিত ;
 অনুতাপে কাঁদবে যখন
 হবেই হবে আমার জিত ।

(৯০)

এই যদি তোর ছিল মনে
 ঠকাবি তুই শেষ কালে ;
 মিলবে না তোর তিলেক দেখা
 নিঠুর এমন মরণ-কালে !
 লেখাই যদি ছিল আমার
 অদৃষ্টে সব খোঁজ খবর ;
 মিছেই কেন দেখালি হায়
 শারাবের সেই শুভ্র নহর ।

(৯১)

অদৃষ্ট তো তোরই গড়া
 আমার ওপর দরদ দিয়ে ;
 মিছেই আমায় যেতে হ'লো
 অভিশাপের পাপটী নিয়ে ।
 তোমার হাতেই ছিল আবার
 রদ্ বদলের তাকতটুকু ;
 বন্ধুর বেলায় চুপ্‌টী ক'রে,
 রইলে ব'সে আরাম সুখ ।

(৯২)

এরই মাঝে তোমার চোখে
 নামলো যদি ঘুম পাথার ;
 জীবন ভ'রে খুঁজলু যত
 তোমার তরে স্বপন বুথার ।
 অন্ধকারেই ঘরের মাঝে
 রইলু ব'সে সারারাত্তি ;
 দেখলু শুধু শূন্য শয্যা
 জ্বললো যখন ভোরের বাতি ।

(৯৩)

ওই যে তোমার মুচুকী হাসি
 টেনে নেওয়া শাড়ীর কোণ ;
 ওতেই আমি মজলু হ'লেম
 ঘুরে বেড়াই পাগল মন ।
 আর ত আমি সইতে নারি
 বিষম ভারী এই যে প্রাণ ;
 তার চাইতে কতল কর
 দিয়ে তোমার নয়ন-বাণ ।

মজলু—পাগল । কতল—হত্যা ।

(৯৪)

গোলাপ ফুলের পাপড়ি সম

ওই যে তোমার রঙীনমুখ ;

কেমন ক'রে ভুলবো আমি

বাজছে প্রাণে মরণ-দুখ ।

একটি রাতের স্বপন-মায়ায়

তোমার তনুর হিম পরশ ;

বাজবে প্রাণে অমর হ'য়ে

মধুর বেদন, মলিন হরষ ।

(৯৫)

প'ড়ছে মনে ব'লেছিলে

আসবে তুমি সময় কালে ;

ভুলে তুমি সেই কথাটি

দু'দিনের এই মায়াজালে ।

জান্তেম যদি এমনি ক'রে

ভুলবে তুমি হায় কপাল !

কুঞ্জীটারে লাগিয়ে দিতাম

বন্দী ক'রে অসীম কাল ।

(৯৬)

লায়লী আমার কেঁদেই সারা
বন্দী হ'য়ে কারাগারে ;
মজ্‌নু বেটা মদের জ্বালায়
ভাসছে শুধুই আঁখি-নীরে ।
অপরাধটা কার যে বেশী
সে কথা আজ অকারণ ;
এদিক যে তোর জ্বল্লো চিতা
মরবি এখন কাল-মরণ ।

(৯৭)

দিগ্‌-বলাকার গোধূলিতে
হাসি তারই মিলিয়ে বায় ;
আমার বুকের আঙিনাতে
কেইবা আসে নূপুর পাঁয় ।
নদীর ধারে বটের পাতায়
কা'রই ছবি রইছে আঁকা ;
তবু তা'রে পাই না দেখা
চ'লছে বড় আঁকাবাঁকা ।

(৯৮)

রাত দুপুরে স্বপ্ন দেখি
 ভাসছি যেন সাগর বুকে ;
 ছোট্ট এক খান্ তরী আমার
 সাথে ঘুমায়ে প্রিয়া স্থখে ।
 পাশেই ছিল সুরার পাত্র
 মনে ছিল ফুঁটি ঢের ;
 হঠাৎ একটা বাপ্টা এসে
 ডুবিয়ে গেল গ্রহের ফের ।

(৯৯)

বেশরমের মত আমি
 ঘুরে বেড়াই সব দুয়ার ;
 কেউবা দেয় গালাগালি
 কেউবা দেয় ভীষণ মা'র ।
 ভেবেছিছু চ'লেই যাব
 যেথায় যাবে দু'নয়ন ;
 ঘুরে ফিরেই আবার আসি
 এমনি মধুর প্রলোভন ।

(১০০)

অন্দরে মোর কেইবা ডাকে
বাইরে না পাই সাড়া তার ;
রূপের স্মৃতি মনেই জাগে
কায়ার মাঝে সব অসার ।
বাহির পানে যতই ছুটি
অন্দরটারে যাই ভুলে ;
হরিণীর ওই নাভি সম
প্রেমও যে মনের কূলে ।

(১০১)

আমায় যখন হারিয়ে ফেলি
দিগন্তের ওই নীলিমায় ;
অম্নি তখন জড়িয়ে ধরে
প্রিয়ার বাহু শূন্যতায় ।
ব্যগ্র মনের সব কামনা
আপন মাঝে লুপ্ত প্রায় ;
মনছুরের ওই দীপ্ত বাণী
শুনি গোপন প্রাণ বীণার ।

মনছুর—যিনি “আনাল হক” বলিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন ।

(১০২)

আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে
 সন্ধ্যাকাশের কাজল ছায় ;
 হুরের মায়া স্বপন দেশে
 জ্বালায় আলো রূপের গায় ।
 বাস্তবতার পাই যে দেখা
 অবাস্তবের এই কিনারে ;
 তওহিদেরই আজান ধ্বনি
 শুনি কাবার সেই মিনারে ।

(১০৩)

বুদ্ধি তখন কচি ছিল,
 ছিল মনে কতই সাধ ;
 যৌবনে তাই কর্ণু আমি
 প্রেমের সাথে এই বিবাদ ।
 বিবাদের এই শেষ কি হবে
 সেও তো আমার সব জানা ;
 ভিটে বাড়ী কিছুই আমার
 থাকবে না যে এক কণা ।

কাবা—খোদার ঘর । মিনার—চুড়া ।

(১০৪)

যাত্রাটা বেশ ছিল ভাই

মাঝ-খানেতেই সব বিপদ ;

ওলট পালট সবই হ'লো

পথ ভুলিছু হায় আপদ ।

গোলক ধাঁধার মাঝেই যদি

এমনতরো পথ হারাই ;

কি ফল হবে বুঝ্ছে সখি ?

আধেক পথেই ঘুমিয়ে যাই ।

(১০৫)

জীবন ধ'রে কাহার তরে

রইছু জেগে রাত্রিদিন ;

একটি নজর দেখার আশে

হ'লো আমার দেহ ক্ষীণ !

কেমন তরো সুন্দরী সে

দেখতে যদি পেতাম আমি ;

মরণ আমার স্মৃতির হ'তো

বারেক তাহার চরণ চুমি ।

(১০৬)

জীবন কালে মিল্লো না যে
 মরণ কালে তারই আশ্ ;
 চিত্ত আমার রিক্ত হ'লো।
 এমনি ক'রেই সর্বনাশ।
 জীবন ব্যাপী করনু যাহা
 সবই মিছে বিষম ফাঁকি ;
 ধানের খাতায় সবই গেল
 রইলো না আর কিছুই বাকী।

(১০৭)

মজনু মিয়ার লায়লী নাকি
 কবর মাঝে রইলো হায় ;
 আমার প্রিয়ার রঙীন মুখ্‌টী
 মিশে রইলো পথের ধূলায়।
 সেই ধূলাতে প'ড়লো যখন
 আমার চোখের একটু পানি ;
 গোলাপ হয়ে উঠলো ফুটে
 আরব-রাজের বাগে জানি।

(১০৮)

কিসের তরে জীবনটা যে
 কিসেই বা এর সার্থকতা ;
 এই কথাটাই বুঝতে নারি
 কাটেনা মোর ব্যাকুলতা ।
 কেন আশা, কেন যাওয়া,
 কেনই বা ফের কাঁদা হাসা ;
 কেমন ক'রে জন্ম নিলেম
 নাপাক জলে ভেসে আসা ।

(১০৯)

ভোরের তারা দেখি যখন
 মনে পড়ে প্রিয়ার কথা ;
 তার কপালের কাজল টিপ্‌টী
 এমনি যেন উজল তারা !
 সুরমা আঁকা ভুরুর মাঝে
 স্বর্ণ-কাজল টিপ্‌টী তার ,
 একটী তারার পাশে যেন
 দুই দিকে দুই জুলফিকার ।

জুল্ফিকার—হজরত আলীর বিখ্যাত তরবারী ।

(১১০)

স্বপনচারী এই মুছাফির
 ম'রছে ঘুরে দিগ্ধিদিক্ ;
 দিন রজনী এক হ'য়েছে
 নেইকো তাহার কিছুই ঠিক ।
 বৃকের মা'বোর পাঁজরা গুলি
 হা-লতাশে ভাঙছে যেন ;
 শীর্ণ দেহ দীর্ণ হ'লো
 আরও মিছে আশা কেন ।

(১১১)

হায় মুছাফির পথের মা'বে
 মিছেই কেন বাঁধ'লি বাসা ;
 ভাবনাতে তুই কোর্লি মাটি
 এমনি মধুর জীবন খাসা ।
 চলতে হবে, হবেই তোমায়
 তাকাও কেন পিছন পানে ;
 একটু দূরেই সরাইখানা
 মিলবে তুমি সাকীর সনে ।

সরাইখানা—বিশ্রামস্থান । সাকী—মত্ত পরিবেশন কারী ।

(১১২)

রূপের নেশায় হ'লেম পাগল
 চক্ষু হ'লো কোটির গত ;
 একটীর পর আর একটী
 বেড়েই গেল বুকের ক্ষত ।
 এর চাইতে ভীষণ আজাব
 আর কি আছে নেইকো জানা ;
 ধরার যত সুন্দরী সব
 আমার তরে হ'লো মানা ।

(১১৩)

প্রেমের ব্যাধি ধ'রলো যেদিন
 রক্ত-শোষা বাছড় মত ;
 শুকিয়ে গেল দেহটী মোর
 হৃদয় খানা ব্যথায় ক্ষত ।
 ডাক্তার ক'ব্রেজ সবাই যখন
 ছেড়ে দিলে আশাই মোর ;
 চা'রিদিকেতেই বদনাম হ'লো
 ভীষণ আমি শারাবথোর ।

(১১৪)

প্রেমটা যে কেমন ব্যাধি
 মেলেনিকো সংজ্ঞা তার ;
 ক্ষয় রোগেরই বীজের মত
 আস্তে আস্তে হয় বিস্তার ।
 ভোগ বিলাসী পুত্র আমার
 আজই তুমি হও হুশিয়ার ;
 সব বিমারীর ওষুধ আছে
 নেইকো শুধু এই ব্যামোটার ।

(১১৫)

কেরো তুমি বাজাও বাঁশী
 ওপারের ওই তরু-মূলে ;
 সুরের মায়ায় হারিয়ে যে যাই
 প্রাণের আকুল ছন্দ দোলে ।
 নদীর বুকে উঠছে জোয়ার
 ঢেউ ছুটছে মিলন লাগি' ;
 তীরের বুকে আছড়ে পড়ি'
 জানায় ব্যথা মুক্তি-মাগি' ।

(১১৬)

ভোর না হ'তেই ডাক দিলে হায়
 পাষণ-প্রাণ বন্ধু মোর ;
 নিয়তির এই কঠোর বিধান
 মুছবে কি মোর অশ্রু-লোর ।
 যখন আমি এসেছিলাম
 নওজোয়ানির কুঞ্জবনে ;
 ব্যথার কাঁটা বিধ্বে বুকে
 ভাবিনিতো মোটেই মনে ।

(১১৭)

ভোরের হাওয়া প্রিয়ার কাণে
 বলিস্ গিয়ে এই কথা ;
 প্রেমের স্মৃতি বুকের মাঝে
 জাগিয়ে গেছে ঘোর ব্যথা ।
 বেদিল প্রিয়ার নিষ্ঠুর আঘাত
 মরম তানে বাজছে মম ;
 বীণার তারের তালে তালে
 জ্বলছে আগুণ প্রলয় সম ।

(১১৮)

জীবন আমার শূন্য হ'লো
 ফুরিয়ে গেল সারাব জাম ;
 প্রিয়া দেহর লুটিয়ে গেল,
 ধুলির পরে অমর ধাম ।
 উদাস হাওয়া বইছে আনি
 বিজন বনের করুণ গান ;
 বুকের মাঝে বেদন বাঁশী
 গাইছে বুঝি প্রলয়-তান ।

(১১৯)

রাত্রি-শেষের ঘুমের ঘোরে
 শুন্নু আমি কার আওয়াজ !
 প্রিয়া সেতো চ'লেই গেছে
 স্মৃতির দুয়ার রুদ্ধ আজ ।
 অকারণেই জ্বাল'নু বাতি
 বাইরে এলাম ঘাসের বনে ;
 চাঁদের আলো আমায় দেখে
 ব্যথার হাসি হাসলো মনে ।

(১২০)

এমনি ক'রে বাড়ের রাতে
 ভাঙ্গলো যবে কুটীর মোর ;
 ছিটকে গেলাম কোথায় আমি
 কোথায় গেল প্রিয়া মোর ।
 আমার স্মৃতি হিংসে কারও
 ছিল যদি এতই মনে ;
 মিছেই তবে বন্ধু ব'লে
 মিলতে এলো আমার সনে ।

(১২১)

মাঝ দরিয়ার মরণ পথে
 কেমন ক'রে এলাম হায় ;
 মিলবে নাকি সাথী আমার
 নিয়ে যেতে কিনার গায় ।
 ভাগ্যের রাজা রইছে যদি
 সৃষ্টি বুকের অন্তরালে ;
 আমায় কেন মারবে তুমি
 ফেলে এমন মারণ-জালে ।

(১২২)

ভাগ্যের সাথে লড়াই করা
 বিষম ফাঁকি প্রলয় ঘোর ;
 এমনি ক'রে হ'লো সূর্য
 জিন্দেগানীর প্রভাত মোর ।
 যেদিন থেকে বুদ্ধির সাথে
 পেয়েছিলাম পরিচয় ;
 মোর জীবনের ভাঙ্গা গড়া
 চ'লছে যেন আবেশ ময় ।

(১২৩)

পাপের কথা গোপন করি'
 রেখে দিনু সযতনে ;
 আমার চলা পাপের পথে
 চ'লবে না কেউ অচেতনে ।
 পূণ্য-পথে চ'লতে আমার
 ছিল নাকো মোটেই আশ্ ;
 যেটুকু ভাই, করনু তাহা
 হ'য়ে গেল অমনি ফাঁস !

(১২৪)

আশা ভরসা নেইকো আমার
 তাই ভেসেছি আঁখি জলে ;
 ডোবেই যদি তরী আমার
 ডুবিয়ে দাও অতল তলে ।
 স্বপন-মধুর জীবন আমার
 মিশিয়ে দাও শূন্যতায় ;
 ধরার মানুষ কাঁদুক শুধু
 আকুল ব্যথার মুচ্ছনায় ।

(১২৫)

জিন্দেগী মোর তোরই হাতে
 আমার কিছুই নাইরে আর ;
 লুকোচুরির এইষে খেলা
 জান্তো কেবা এমনি অসার ।
 নিরাশার এই বাণী আমার
 গাইতে হ'লো জীবন-সাঁঝে ;
 রহমত তোর ফুরিয়ে গেল
 আমার পরে এরই মাঝে ।

(১২৬)

অনুতাপে কাঁদিস না তুই
 ম'রবি যেরে পথের মাঝে ;
 করবি বা তুই, জলুদি কর
 গোধুলির এই জীবন-সাঁঝে ।
 পূণ্য পাপের ভাবনা মিছে

খুশী রাখো পরাগটীরে ;

“জন্মিত” তো ভাই খুশীর পুরী
 শারাবেরই নহর-তীরে ।

Acc. No-

(১২৭)

এই কিরে তোর খোদার আদেশ ?

—রিক্ত করা আপনারে !

খোদার এমন ফুল বাগিচা

বলতো ভাই কিসের তরে ?

হাসিভরা জিন্দেগী মোর

তাজা রাখে আত্মাটীরে ;

ব্যর্থতারই হা-হতাশে

কেঁদো না ভাই নদী-তীরে ।

